সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

সকল পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরাজী শুভ নববর্ষের (২০২২) প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্ষ-৯, সংখ্যা: ১ জানুয়ারী, ২০২২ AANANDA AANGAN মাঘ ১৪২৮

ইংরেজি নববর্ষের গোড়ার কথা

তুলসী সরকার

আমাদের দেশে নববর্ষ হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। তেমনি ১ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে উৎসবের মেজাজে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। কিছু জাতি, যেমন চীনা, ইহুদি, মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে নিজ নিজ ক্যালেন্ডার অনুসারে নববর্ষ পালন করতে দেখা যায়।

যেসব দেশে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়, তারা সাধারণত নববর্ষ ১ জানুয়ারিতে পালন করে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে, রোমান ক্যালেন্ডারে নতুন বর্ষ শুরু হতো ১ মার্চ থেকে। এর প্রভাব বছরের কয়েকটা মাসের ওপর দেখা যায়। ল্যাটিন ভাষায় সেপ্টেম্বরের অর্থ হচ্ছে সাত, অক্টোবর আট, নভেম্বর নয় এবং ডিসেম্বর দশ।

১ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষ, আজ যা সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে, দুই হাজার বছর আগেও কিন্তু এমনটি ছিল না। এমনকি দিন-তারিখ বছরও। ফিরে দেখা যায় সেসব ইতিহাস।

মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতে এক সভ্যতার উদয় হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে এ সভ্যতার বিকাশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা বিস্ময়কর। অতীব বিস্ময়কর। এ সভ্যতার নাম 'মায়া' সভ্যতা। মায়া সভ্যতার বহু বিচিত্র কীর্তি-কাহিনীর মধ্যে হারোগ্লিফিক লিপি একটি। সম্প্রতি এ দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। এর ফলে মায়াদের সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। মায়াদের সংখ্যাতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের অসাধারণ দক্ষতা, স্থাপত্য, -শিল্পকলার বহুবিধ ব্যুৎপত্তি বিস্ময়ে আমাদের হতবাক করে দেয়। মায়ারা আবিষ্কার করেছিল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন লাগে। নির্ভুল বিচারে এই গণনা ছিল ৩৬৫-২৪২০ দিন। এ সময়কালকে ১৮ মাসে ভাগ করে নিয়েছিল তারা। যার প্রতিমাসের দিন-সংখ্যা ছিল ২০। বলা হয়ে থাকে, খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ সাল নাগাদ তিনি যে ক্যালেন্ডারের উদ্ভাবন করেছিলেন, সেখানে দিন-সংখ্যা ছিল ৩০০। এই ৩০০ দিনকে সমান ১০টি ভাগে ভাগ করে মাসের দিন-সংখ্যা ৩০ করা হয়েছিল। যা কিনা আজকের মাসের গড় দিন। একে রোমুলাস ক্যালেন্ডার বলা যেতে পারে। এ রোমান ক্যালেন্ডার প্রথম শুরুর মাস ছিল 'মারটিয়াস', অর্থাৎ আজকের মার্চ মাস। রোমানদের যুদ্ধদেবতার নামানুসারে এ মাস। ১ মার্চ ছিল বর্ষ আরম্ভের প্রথম দিন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে জুলিয়াস সিজার এই ক্যালেন্ডারের কিছু সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন। । তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করেছিল। এই ক্যালেন্ডারে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণকাল ৩৬৫ দিন। কিন্তু বছর ৩৬৫ দিন রেখে অতিরিক্ত দিন-সংখ্যা (১-৪ দিন) প্রতি চার বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে যোগ করা হয়।

তখন ফেব্রুয়ারি মাসের দিন-সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ থেকে ২৯ দিন। এই একটি বাড়তি দিনকে বলা হয় 'লিপ' -ডে। আর বছরটি হলো 'লিপিয়ার'। এ ক্যালেন্ডারটি 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার' নামে খ্যাত ছিল। বহু বছর এ ক্যালেন্ডারটি চালু ছিল।

অনেককাল পরে এই জুলিয়ান ক্যালেন্ডারটির পুনরায় সংশোধন করে নিয়ে নতুন একটা ক্যালেন্ডার বাজারে চালু হয়। তৎকালীন মহামান্য ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগোরি ১৫৭৭ সালে দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে পুরনো ক্যালেন্ডারটি গ্রেগোরিয়ান ক্যালন্ডার নামে পরিচিত।

বারাণসীর ঘাটে আন্তর্জাতিক দেওয়াল চিত্র কর্মশালা

বাঁ দিকে সম্রাট সাহা, টিম লিডার অভিজিৎ সরকার, ডানদিকে দিবাকর পাল ও মৌবনি পাল।

আন্তর্জাতিক শিল্পীগোষ্ঠী 'পঞ্চরথী'-র উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী ভারতের পবিত্র ভূমি বারাণসীর ঘাটে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক দেওয়াল চিত্র কর্মশালা। যার বিষয়বস্তু ছিল কালীঘাটের পটচিত্র। পঞ্চরথী প্রধান তন্ময় হালদার বলেন, বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোক শিল্পকে ভারত তথা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করার জন্যই এই আয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পঞ্চরথীর কনিষ্ঠতম সদস্যা সুদীপ্তা স্বর্ণকার সমস্ত শিল্পীদের সংবর্ধনা জানান।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৪ জন শিল্পী, উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনজন শিল্পী, হরিয়ানা থেকে একজন, উড়িষ্যা থেকে একজন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে তিনজন শিল্পী সাত আটটি দলে ভাগ হয়ে এই বিরাট কর্মযজ্ঞটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেন. বারাণসী যেহেতু মহাকালের নগরী, সেই কথা মাথায় রেখেই সমস্ত চিত্র জুড়েই মহাদেব শিব রয়েছেন বিরাজমান। হরিয়ানার লোকশিল্পী সিমি ঋষির একক চিত্র, কলকাতার শিল্পী তপন বিশ্বাসের এবং নদীয়ার শিল্পী অভিজিৎ সরকারের দলগত শৈবচিত্র বিশেষ নজর কেড়েছে। পঞ্চরথী প্রধান তন্ময় হালদার সকল শিল্পীদের শংসাপত্র তুলে দেন।

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নিখিলেশ দাস প্রয়াত

প্রয়াত বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নিখিলেশ দাস। ৬ জানুয়ারি, ২০২২, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মধ্য হাওড়ার দেশপ্রাণ শাসমল রোডে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

১৯৩৫ সালে হাওড়ায় জন্ম নিখিলেশ দাসের। ছোটবেলা কেটেছে মাজুতে। পরবর্তীকালে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট থেকে স্নাতক হন। পড়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও। কর্মজীবনের শুরু সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আঁকার শিক্ষক হিসেবে। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন এই স্কুলেই। হাওড়ায় শিশুদের জন্য খুলেছিলেন 'আঁকিবুকি' নামে একটি আঁকার স্কুল। সাউথ পয়েন্ট থেকে অবসরের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার বিভাগে গেস্ট লেকচারার হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। নিজের শিল্পকলা নিয়ে দেশ-বিদেশে বহু প্রদর্শনী করেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু সম্মান পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে শিল্পী সম্মান পেয়েছেন। হাওড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেও তাঁকে সম্মানিত করেছেন মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে যান রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী। মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর অরূপ রায় বলেন, চিত্রশিল্পী হিসেবে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন নিখিলেশবাবু। আমরা প্রত্যেকেই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করতে পেরে সেদিন তৃপ্ত হয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যু বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে অপূরণীয় ক্ষতি। আমি মর্মাহত এবং তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

নিখিলেশবাবুর একদা শিষ্যা সোনালি চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভীষণভাবে আধুনিক একজন শিল্পী ছিলেন তিনি। আমরা তাঁর কাছে আঁকতে গিয়ে দেখেছি, অদ্ভুতভাবে আমাদের মধ্যে শিল্পসত্ত্বাকে জাগ্রত করতে পারতেন তিনি। কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতিটি কবিতা নিয়ে তাঁর বিভিন্ন আঁকা রয়েছে। সেটা তাঁর জীবনে অন্যতম প্রধান কাজ।

সম্প্রতি সময়ের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি, খেলার জগতের একঝাঁক প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব প্রয়াত হয়েছেন। তাদের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

নতুন বছরের অঙ্গীকার

শুরুতেই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পুরানো বছরের সব কিছু পিছনে ফেলে মিঠে শীতের পরশ নিয়ে নতুন বছর এল আমাদের দ্বারে। নতুন বছরের শুরুতেই মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রত্যাশায় বুক বাঁধে সবাই। ফেলে আসা দিনগুলোর ব্যর্থতা, হাজারো সমস্যা, প্রতিকূলতা, পরাজয় যেন আর আমাদের গ্রাস না করে।

করোনা মহামারির প্রকোপে গতি আর আনন্দ জীবন থেকে চলে গেলে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের পতন ঘটে। অন্তসারশূন্য হয়ে যায় জীবন। হারিয়ে যায় জীবনের সুরও। সম্প্রতি সময়ের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের একঝাঁক প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব প্রয়াত হয়েছেন। তাদের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

তবু আমাদের নতুন বছরে শুধু এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিতে হবে দৃঢ়ভাবে। তাই নতুন বছর সম্ভাবনাময়, সুখী ও সমৃদ্ধির বছর হয়ে উঠুক সবার। এই প্রত্যাশা রাখি।

আশ্রয়

সুশীল মণ্ডল

অযুত নক্ষত্র চাঁদ দেখি আর ভাবি
কিভাবে হামাগুড়ি দেয় আকাশের মাটিতে?

আমি কাদামাটি মেখে অসম্ভব সুন্দরের মুখোমুখি হয়ে
এক অলৌকিক চরাচরে বিস্ময়ে বসবাস করি।

জানালায় হরিণের চোখে জেগে থাকে মায়াবী জ্যোৎস্না
নির্ঘুম আমি বিছানার লবনাক্ত চোখে বাক্যহীন,

অসামান্য অপেক্ষা তীব্র দহনে নির্জনতায় মেশে
ছিন্নমূল আমি খুঁজে যাই একটা রৌদ্রদীপ্ত আশ্রয়।

ভাবনা

ইতি রায় দেওয়ান

নেতারা হোক নেতাজীর মতো
স্বপ্নের নাম হোক-বিবেকানন্দের ভারত, নেতাজীর ভারত।
'যত মত তত পথ' - রামকৃষ্ণের পথে
হাঁটুক আসমুদ্র হিমাচল।
নিবেদিতা, মাদার টেরিজা ভালবাসার অন্য নাম
আমরা বেরতে চাই ছিড়ে আমাদের চাওয়া পাওয়ার শৃঙ্খলা
এপিজে কালাম হোক আমাদের বন্ধুর পথের প্রেরণা
মোহাচ্ছন্ন ভারতকে শুধু অর্থের দোলাচলে চিনতে চাইনা।
মনের গভীরে মানুষ যখন বিবেকের পথে উঁকি দেয়
পায় কি খুঁজে চন্ডীদাস? 'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

স্নান

জয়ন্তী দেবনাথ

দিনযাপনের সাথে সাথে ধারও বেড়েছিল

যখন খালিপায়ে দাঁড়ালাম মাটিতে
আর হাত রাখলাম গাছের শাখায়
তখনই ঘটে গেল সেই ঘটনা ...

এখনো যাই দিঘিতে কিনারা থেকে মাঝখান সাঁতার কাটি
খুনসুটিতে মত্ত মাছেদের ঘাই দেখি
ভ্রমর পদ্মের কানাকানি শুনি

ঘাটবেয়ে উঠে চলে আসি খোলা দুহাতে
ধূসরতাটুকু ধুয়ে গেলে স্নানে
দৃষ্টি পার হয়ে যায় আকাশ...

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

চিত্রাঙ্কন

চিত্রাঙ্কন (স্পষ্টতর অর্থে রংচিত্র অঙ্কন) বলতে কোনও সমতল পৃষ্ঠের উপর সাধারণত তুলি বা আঙুলের মাধ্যমে এক বা একাদিক রঙ (বিশেষ পদার্থে মিশ্রিত রঞ্জক পদার্থ) লেপন করে কোনও চিত্র অঙ্কন করাতে বোঝায়। চিত্রাঙ্কন প্রক্রিয়ার শেষে যে শিল্পকর্ম সৃষ্ট হয়, তাকে চিত্রকর্ম বলে। একজন শিল্পী যিনি পেশাগত কাজ অথবা শখের বসে চিত্রাঙ্কনের কাজ করেন তাকে চিত্রকর বা চিত্রশিল্পী বলা হয়।

রংচিত্র অঙ্কন একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যকলা, যা অঙ্কন, অঙ্গভঙ্গি (অঙ্গভঙ্গি চিত্রকর্ম হিসেবে) কিংবা যে কোনও রচনা বিমূর্ত করে তোলে। চিত্রকর্ম হতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক (যেনটি পাওয়া যায় স্থির চিত্রে কিংবা প্রাকৃতিক চিত্রকর্মে, বিমূর্ত, বর্ণনামূলক, প্রতীকী কিংবা আবেগপূর্ণ।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ের চিত্রাঙ্কনের ইতিহাসের একটি অংশ ধর্মীয় চিত্রকলা দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরণের চিত্রকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় মৃৎশিল্পের ওপর আঁকা পৌরাণিক চরিত্রের, বাইবেলে উল্লেখিত চরিত্রের, বুদ্ধে জীবন নয়ে আঁকা দৃশ্যপটে কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় চিত্রক্রমে যা পূর্বাঞ্চলের দেশগুলো থেকে জন্ম নিয়েছে।

যে জিনিসের উপর চিত্রাঙ্কন করা যায়, তাকে অবলম্বন বলে। অবলম্বগুলির মধ্যে আছে দেয়াল, কাগজ ক্যানভাস, কাঠ, কাঁচ, বার্নিশ, মৃৎশিল্প, পাতা, তামা এবং কংক্রিট। আবার যেসব ব্যবহার করে চিত্রকর্ম করা যায় তার মধ্যে আছে বালি, কাদা, কাগজ, চুন, শুকনো পাতাসহ আরও অনেক কিছু।

ফাস্টফুড আর সেই বাচ্চা ছেলেটি

সুচরিতা চক্রবর্তী

বাচ্চাটার নাম আয়ান মন্ডল, বয়স ৬। মায়ের সাথে হসপিটালে এসেছে পেটে ব্যথা নিয়ে। ডাক্তারবাবু হোল অ্যাবডোমেন আল্ট্রা সাউন্ড করতে দিয়েছে। বাচ্চাকে খালি পেটে থাকতে হবে। যথাসময় টেস্ট হয়ে গেছে। এবার মায়ের বায়না এখুনি রিপোর্ট দিতে হবে। যত বোঝানো হয় সব কিছুর একটা সিস্টেম আছে, রিপোর্ট দেবার সময় জানিয়ে দেওয়ার পরেও টেস্টিং রুমের সামনে ঘোরাঘুরি করছে। হাসপাতালের ব্যাপার। শ'খানেক পেশেন্টের টেস্ট নিত্যদিনের ঘটনা। এছাড়া তাড়াহুড়ো করে কিছু হয় না সহজে। ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ বাচ্চাটা ল্যাবরেটরির একটি মেয়েকে এসে বললো, আন্টি কখন রিপোর্ট দেবে? মেয়েটি বললো, তোর মাকে ডাক।

মা এলেন। মেয়ে বললো, ওকে কিছু খাইয়ে আনুন। সময় হলে ঠিক দেবো। মা তো ল্যাবরেটরির মেয়েটির উপর খুব চটে গেলেন।

আপনারা তো রিপোর্ট দিয়ে দিলেই পারেন। আমার বাচ্চাকে আমি বাইরের খাবার খাওয়াই না। আপনারা হসপিটালের লোক হয়ে ওকে বাইরে খাওয়াতে বলছেন? এই জন্য হসপিটালে মারদাঙা লেগেই আছে।

মহিলার হম্বিতম্বি দেখে মেয়েটি চুপ করে গেলো। কিন্তু সময়ের আগে কিছুতেই রিপোর্ট দেওয়া যাবে না।

আরো আধ ঘন্টা কেটে গেলো। এবার বাচ্চা মা ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ল্যাবরেটরির মেয়েটি আস্তে করে বাচ্চাটাকে কাছে ডাকলো। বাচ্চা ছেলে, কাদার তাল। জিজ্ঞে করলো, কি হয়েছে রে বাবু তোর?

আমার খুব পেটে ব্যথা আন্টি।

বাড়িতে ফাস্টফুড খাস?

সেটা কি?

ম্যাগি, রোল, বিরিয়ানি?

হ্যাঁ রোজ খাই। ছেঁড়া পরোটাও খাই।

আর কি খাস বাবু?

গোস রোল খাই, চিকেন রোল সব খাই।

আরে খাস না, পেটে এত্ত বড় সাপ হবে কিন্তু।

খিলখিল করে হেসে বলে, মা আন্টি কি বলছে।

ততক্ষণে মায়ের হুঁস ফিরেছে, ছেলেটা কোথায় গেল! ছেলের কাছে এলেন, বাচ্চাকে বলছেন, কি রে কখন উঠে এসেছিস?

বাচ্চা উঠে চলে এসেছে মায়ের খেয়ালই নেই। মোবাইলে এতো ব্যস্ত।

মেয়েটি বললো, আপনি যে বললেন বাচ্চাকে বাইরের খাবার দেন না। ও তো ৬ বছরে অনেক বাইরের খাবার খেয়েছে।

ছেলের দিকে চোখ বড় করতেই বাচ্চা বললো, আন্টি আমি এখন আর খাই না।

মেয়েটি বললো, আর খাওয়া না খাওয়ায় কিছু হবে না। যা বারোটা বাজার বেজে গিয়েছে।

মা যে কি বলবে আর খুঁজে পেল না। যথা সময়ে রিপোর্ট নিয়ে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে।

এই হচ্ছে অবস্থা। এখন জীবনযাত্রার ভোল বদলের সাথে কমে গেছে সময়। কমে গেছে ধৈর্য্য। চটজলদি সব কিছু পাওয়ার প্রবণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তার প্রভাব পরেছে খাদ্যের ধরণ ও স্বাস্থ্যে।

বাচ্চাদের হাতে গড়া সাধারণ খাবার খাওয়ান। নিজের ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিন। রোজ রেডিমেড খাওয়ালে মোবাইলে বা শপিং-এর জন্য আপনার সময় বাঁচবে হয়তো, কিন্তু আপনার বাচ্চার শরীরের বারোটাও বাজবে। এবার দেখুন কোনটা আপনার কাছে মূল্যবান। একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক যে কারণে ফাস্ট ফুড আসক্তি তৈরি হয়।

মূলত ফাস্ট ফুড তৈরিতে প্রচুর পরিমাণ ফ্যাট, চিনি, লবণ, ও অ্যাজিনোমোটো নামের এক ধরণের উপাদান ব্যবহার করা হয়। এ কারণে ফাস্ট ফুড খাওয়ার পর মাদকাসক্তির মতোই আমাদের মস্তিষ্ক ফাস্টফুডে আসক্ত হয়ে পড়ে। অতি মাত্রায় ফাস্ট ফুড খেলে শরীরে তৃপ্তি সৃষ্টিকারী হরমোন ডোপাইন নির্গত হয়। এর ফলে বারবার ফাস্ট ফুড খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় আমাদের মাঝে।

ফাস্ট ফুডে অস্বাস্থ্যকর উপাদান ব্যবহার করা হয়। অনেক ফাস্ট ফুড প্রস্তুতকারী রেস্টুরেন্ট টিবিএইচকিউ নামের একটি কেমিক্যাল প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে। আমেরিকার দ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন জানিয়েছেন টিবিএইচকিউ মানুষের দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়া গবেষণাগার প্রাণীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে এই উপাদান সেসব প্রাণীর লিভারের ক্ষতি করে, নিউরোটক্সিক ইফেক্ট তৈরি করে। এমনকি প্রাণীর প্যারালাইসিসের জন্যও দায়ী উপাদানটি। আরেক দল গবেষক বলছেন এই উপাদান মানব দেহে প্রবেশের পর বমি ও মাথা ঘোরানো এমনকি মানুষের মৃত্যুর জন্যও দায়ী। এছাড়া ফাস্টফুডের ড্রেসিং ও সসে ডাইমিথাইলপলিসিলোক্সেন নামের একটি উপাদান ব্যবহার করে অনেক রেস্টুরেন্ট, যাতে প্রতিবার সার্ভের সময় কয়েকশো ক্যালোরি, অতিমাত্রায় অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও সোডিয়াম শরীরে প্রবেশ করে। যা শিশুদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। আমেরিকার সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন জানিয়েছে, গত ৩০-৪০ বছরে শিশুদের মাঝে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দ্বিগুণ হয়েছে এবং কিশোরদের মাঝে হয়ছে তিনগুণ। আর এর জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরণের ফাস্ট ফুড।

বিশেষজ্ঞরা কী বলেন?

ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফাস্টফুডের কৃত্রিম ও ক্ষতিকর উপাদান শরীরে অক্সিডাইড রেডিক্যাল ছড়িয়ে দেয়, এতে করে শরীর মোটা হয়ে যায়। এই অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া জাঙ্ক ফুড খাওয়ার কারণে কোলেস্টেরল বাড়ে, যা ডায়াবেটিশ ও হাইপারটেনশনে ভোগা রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে রক্তনালীতেও ব্লকও তৈরি হতে পারে।

তাহলে উপায় কী?

গবেষক ও পুষ্টিবিদরা বলেছেন খাদ্যাভ্যাসের অবশ্যই পরিবর্তন আনা জরুরি। সেক্ষেত্রে বিশেষ করো করোনা মহামারির সময় ফাস্ট ফুডের পরিবর্তে সবজি, মাছ, বাদাম, খাদ্যশস্য এসব বেশি খেতে হবে।

আসুন আর একবার বদলে ফেলি আমাদের খাদ্যাভ্যাস। মা-ঠাকুমা-দিদার রান্না আজও কি কেউ ভুলতে পেরেছি?

জাগো অবিস্মরণীয়

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

(প্রখ্যাত লেখক জ্যোতির্ময় গোস্বামীর 'সমাজযোগ' বহুমুখী স্বরোজগার ও সর্বতোমুখী সবুজায়নে সার্বিক সমাজ যোগ। সমবায় সাধনার ধারায় পরিবেশ, স্বরোজগার ও কৃষি সংকটের সমাধানে, ছোট একটি নয়া সংযোজন, সমাজের ত্রিবেণী সাধনা। সমাজযোগ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনের সমন্বয়। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি এখন থেকে আনন্দ অঙ্গন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।)

গত সংখ্যার পর

কিন্তু আমাদের দেশের মালভূমির মত নয়। মাটি বলে কিছু নেই। শুধুই পাথর। একেবারেই রুক্ষ, রূঢ়। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর পাথরে আলপনা তাতে। সেখানে অসংখ্য ডিজাইনের খেলা। কঠিন পাথরে গঠিত আলপনাগুলি দুর্গম গিরিশিখরে যুগ যুগ ধরে শোভিত হয়েই থাকবে। কোনো দ্রষ্টা সেখানে কখনো পৌঁছনোর আয়োজন করে কিনা জানিনা। মনে হয়, বছরের বেশি সময়ই এসব জায়গা মোটা বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। হয়তো তাই এখানে সবুজ মাথা তুলতে পারেনি। এমনিতে তো জানি, প্রকৃতি মাটিতে সূর্যের আলো পড়তে দেয় না। পড়া পাপ মনে করে। তাই মাটিকে সবুজের বস্ত্র পরিয়ে রাখে। মরুভূমিতেও হয় তাই — নয় নয় করেও —ছোট ছোট কাটা গাছ। পাহাড়েও হয় তাই জঙ্গল। পাহাড়ে যেখানে জঙ্গল হতে পারে না, সেখানেও প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠকে বস্ত্র পরিয়ে রাখে — বরফের বস্ত্র। দীর্ঘ অঞ্চলকে এতখানি বিবস্ত্র দেখে মনে হলো, বছরে একটা বড় সময় এ অঞ্চল থাকে হয়তো বরফাবৃত।

প্লেন যে দ্রুততায় পাখা মেলে আকাশে উড়ে চলে, প্লেনাসীন মন তার থেকে কিঞ্চিৎ অধিক দ্রুততায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। ভাবছিলাম ধর্ম মহাসভার সৃষ্টি-স্থিতি-ভবিষ্যৎ নিয়ে। ১৮৯৩ সালে শুরু হয়েছিল তার পরে একশো বছর বন্ধ ছিল! প্রথম ধর্ম মহাসভার শতবার্ষিকী থেকে শুরু হয়েছে আবার? এইটা সপ্তম বিশ্ব ধর্ম মহাসভা? কী আলোচনা হয়েছে এত দিন? তাতে কী কী উপকার হয়েছে এই পৃথিবীর? ঘোর নাস্তিক বলবেন, ধর্ম ধর্ম করে আস্ত পৃথিবীটাই তো ডুবতে বসেছে আজ। পরম বিশ্বাসী বলবেন, পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার কারণগুলো সব ধরে ধরে সাজানোই ছিল। ধর্ম আছে বলে কোনোরকমে টিকে আছে এখনও। এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। বোধহয় তর্কের এ পক্ষে লক্ষাধিক, ও পক্ষেও লক্ষাধিক বই ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গেছে এই পৃথিবীতে। তবে ধর্মের এলাকা ঈশ্বর বিশ্বাসী, অলৌকিকতা প্রভৃতিকে নিয়ে এবং না নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে আজ। আজ মানে বৌদ্ধযুগ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ তো নাস্তিকের মধ্যেও একটা ধর্মকে দেখতে চেয়েছেন, যদিও তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন না কখনোই।

ক্রমশঃ

মায়াবী

মণিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা বিলাইছে
তার মায়াজাল
আজকের মাধবী রাতে,
কোথা গেল হায় নিদ্রারানি
আমার চক্ষু হতে।

তন্দ্রা ভাবও আসেনা
পারিনা থাকিতে বিছানাতে,
ব্যালকানিতে তাই অসহায় আমি, সাথী
জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া
উড়ে যায় মাধবী রাতের বুক চিরে
জানিনা কোন দূর দিগন্তে,
দিয়ে একরাশ মিষ্টি ব্যথা
হৃদয়ে মোর নিঃশব্দে নিভৃতে

চাঁদের আলোর ভেলায় গা ভাসিয়ে
উড়ে যায় মেঘের পরে মেঘ,
অভিভূত সে রূপে আমি করি যে বিচরণ,
স্বপ্নের ডালি হাতে খুঁজিতে নিজেকে,
মাধবি লতার সুগন্ধে বিভোর
মুখ তুলিয়া চাহি দেখি,
ওগো আমার প্রিয়তামা চুপিসারে
আসিয়াছো তুমি
রোহিতে সাক্ষী দুজনায়
আজিকের এই লহমার।

প্রিয় সাথী আমার এসো কাছে,
নতুন স্বপ্নের জাল বুনে
দুজনেতে হারিয়ে যাই কোনা অদৃশ্য প্রান্তে
উড়ন্ত ওই মেঘের ভেলায় ভাসি,
সাক্ষী রহিবে না এবেলা কেউ
ছাড়ি শুধু আজকের মায়াবী রাতের
চাঁদখানি।

জৈষ্ঠ্য হাওয়া

অজিত পাত্র

হাওয়া ছড়াছড়ি
লাখাইসিনি, বুঢ়াআম, মড়কা
পাহাড়ে পাহাড়ে।
কোথাও কোনো সবুজের
চিহ্ন বর্ণ নেই,
নেই কোথাও কেউ
মাটি ঝরা দেওয়ালে লালপোষ্টার
কবে উবে গেছে।
ঢ্যাঙা টিউবওয়েল দাঁড়িয়ে
পায়ের কংক্রিট ফেটে নির্বাক।
স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর
ছেঁড়া তার, দূরে দূরে ঠুঁটো খাম্বা
কোথাও জলের দেখা নেই,
মৌসুমী কোথায় আটকে আছে,
একফালি মেঘ ঝুলে...
কেঁদের মগডালে।

হাতীরঙের পাহাড় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে
দিনে ঝুলোঝড়
বিকেলে হাওয়া ছড়াছড়ি,
তেঁতুল গাছে রাত্রের মাচা
নিচে সাপ দুলছে লকলকে,
হরিবাবু মাচায়,

সারারাত জৈষ্ঠ্য হাওয়া ...

সুমহান বিশ্বাস
তীর্থঙ্কর আর্ট আকাডেমি

দিয়া ভৌমিক, রেনবো আর্ট স্কুল

ছবি আঁকো, ছবি পাঠাও

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

অপর্ণা মণ্ডল, সরস্বতী শিল্পায়ন

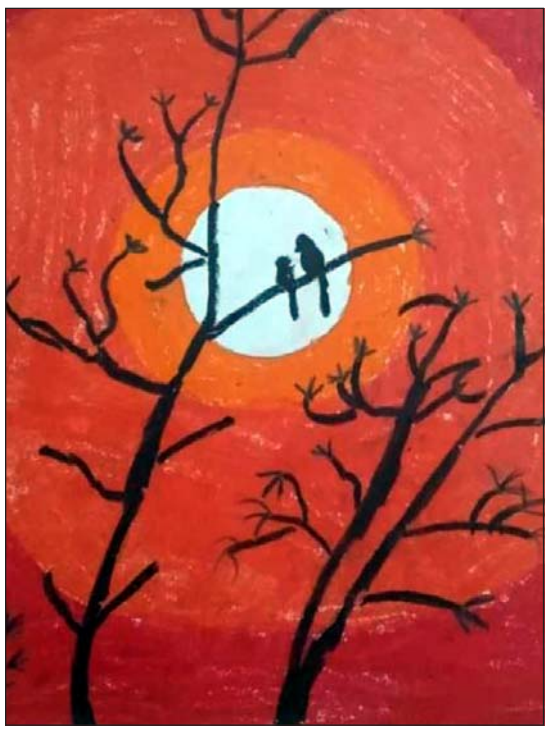

দীপশিখা মণ্ডল, চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

ইন্দ্রানী বিশ্বাস, প্রান্তিক আর্ট সেন্টার

নন্দিতা দাস, সরস্বতী শিল্পায়ন

অভিরাজ দাস, ডনবস্কো, ব্যান্ডেল

বিশাল মণ্ডল, চিত্রকলা কেন্দ্র

সাম্প্রতিক সময়ে ‘না ফেরার দেশে’ চলে গেলেন যারা—

নন্টেফন্টে-হাঁদাভোদা-বাঁটুলকে রেখে চলে গেলেন স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সাহিত্যিক- কার্টুনিস্ট-শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ প্রয়াত। ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ১০.১৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশিষ্ট শিল্পী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার বেলভিউ হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন সাহিত্যিক। মূলত বয়সের জেরে অসুস্থতার জন্যই গত ২৪ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। গত ১৬ জানুয়ারি তাঁর পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। ফলে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল।

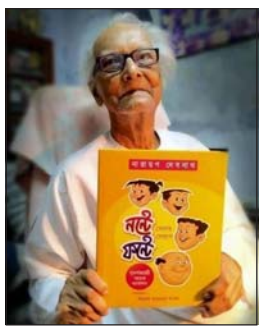

একমাত্র বাঙালি কার্টুনিস্ট তিনিই যিনি ডি.লিট পেয়েছিলেন। ২০২১ সালে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে নন্টেফন্টে-হাঁদাভোদা-বাঁটুল দি গ্রেটের মতো কার্টুনের স্রষ্টা তিনি। তাঁর তৈরি হাঁদাভোদা ৫৩ সপ্তাহ ধরে শুকতারা পত্রিকায় চলেছিল। ১৯৬৫ সালে বাঁটুল দি গ্রেটের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। সেই পরে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছিল। এর পর ১৯৬৯ সালে নন্টে-ফন্টের সৃষ্টি করেন নারায়ণ দেবনাথ। অসংখ্য গ্রাফিক সিরিজ, কমিক্স সিরিজ তৈরি করেছিলেন তিনি। ১৯২৫ সালে হাওড়ার শিবপুরে তাঁর জন্ম।

জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। ৯৮ বছরের শিল্পীকে রক্ত দিতে হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি শ্বাসপ্রশ্বাসেও বেশ সমস্যা ছিল তাঁর। আগেই রাজ্য সরকার নারায়ণ দেবনাথের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিল। গত ২৪ ডিসেম্বর হাওড়া শিবপুরে বাড়ি থেকে কলকাতার নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে। চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তৈরি করে শিল্পীর চিকিৎসা করা হচ্ছিল। তবে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো না হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল কদিন আগেই। নারায়ণ দেবনাথের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ ছিলেন চিকিৎসকেরা। আগেও একাধিকবার চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এ বারের সমস্যা আরও গুরুতর বলে মনে করছিলেন চিকিৎসকরা। শেষ রক্ষা আর হল না। না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন বাঙালির অন্যতম প্রিয় সাহিত্যিক-শিল্পী স্রষ্টা।

প্রয়াত কত্থক শিল্পী পন্ডিত বিরজু মহারাজ

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত কত্থক নৃত্যশিল্পী পন্ডিত বিরজু মহারাজ। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। গত ইংরেজি ১৬.১.২২ তারিখ সোমবার রাতে দিল্লির বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে নাতির সঙ্গে খেলছিলেন বিরজু মহারাজ। সেই সময় হঠাৎ তিনি অসুস্থতা অনুভব করেন এবং সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দিল্লির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বেশ কিছুদিন ধরে কিডনির রোগে ভুগছিলেন পন্ডিত বিরজু মহারাজ। ডায়ালিসিসও চলছিল তাঁর।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরজু মহারাজের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতীয় নৃত্যকলাকে সারা বিশ্ব পরিচিত দেওয়া পন্ডিত বিরজু মহারাজের প্রয়াণের খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর মৃত্যু সাংস্কৃতিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। শোকের এই সময় তাঁর পরিবার ও অনুগামীদের জন্য সমবেদনা রইল।

উল্লেখ্য, ১৯৩৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লখনউতে জন্মগ্রহণ করেন ব্রিজমোহন মিশ্র। কত্থক নৃত্যশিল্পী হিসাবে পরিচিত লাভ করেন তিনি। পদ্মবিভূষণ পান বিরজু মহারাজ ১৯৮৩ সালে। এছাড়াও একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও কালীদাস সম্মান, ‘বিশ্বরূপম’ ছবিতে কোরিওগ্রাফের জন্য চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার পান বিরজু মহারাজ। এছাড়াও বলিউডের ‘দেবদাস’, ‘বাজিরাও মাস্তানি, ‘উমরাও জানে’ মতো ছবিতে কোরিওগ্রাফিতে নজর কেড়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু। এছাড়াও শোকপ্রকাশ করেছেন সুভাষ ঘাই, অশোক পন্ডিত এবং আদনান স্বামী।

বাংলা নাট্যজগতে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত শাঁওলি মিত্র

বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দেড় বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন শাঁওলি মিত্র। ইংরেজি ১৬.১.২২, রবিবার দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সিরিটি শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তারপর তাঁর মৃত্যর খবর জানাজানি হয়। শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের কন্যা শাঁওলি বাংলা থিয়েটার ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ঋত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ চলচ্চিত্রে বঙ্গবালা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

বিতত বিতংস, নাথবতী অনাথবৎ, পুতুলখেলা, একটি রাজনৈতিক হত্যা, হযবরল, কথা অমৃতসমান, লঙ্কাদহন, চণ্ডালী, পাগলা ঘোড়া, পাখি, গ্যালিলিও’র জীবন, ডাকঘর, যদি আর এক বার নাটকে অভিনয় করেন শাঁওলি মিত্র।

২০১১ সালে তিনি রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন। বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য ২০০০ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান। ২০০৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন তিনি। অভিনয়ে জীবনব্যাপী অবদানের জন্য ২০১২ সালের বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারও পান।

শিল্পীর শেষকৃত্যের পরই তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। তাঁর বাবা শম্ভু মিত্রের ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছিল। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, শাঁওলি মিত্র একটি ইচ্ছাপত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানেই অভিনেত্রী জানান, তাঁর মৃত্যুর খবর শেষকৃত্যের পর যেন সর্বসমক্ষে আনা হয়। সেই ইচ্ছা মর্যাদা দিয়েছেন তার প্রিয়জনেরা। তাঁর শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী এবং রাজনীতিবিদ অর্পিতা ঘোষ, নাট্যকার দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, সহযোদ্ধা সায়ক।

শেষ মুহূর্তে যেন কোনও আয়োজন না হয়। লোকচক্ষুর আড়ালেই বিদায় নিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। জীবন নাট্যের ড্রপসিন পড়ে নিরালায়। ১৯৯৭ সালের ১৮ মে। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। বাংলার নবনাট্যের প্রবাদপুরুষের। কিন্তু কেউ জানতেও পারেনি। কোনও সম্মান, গান স্যালুট, স্মারক স্মৃতি-সুযোগই দেননি শম্ভু মিত্র। মেয়ে শাঁওলি মিত্রকে বলে গিয়েছিলেন নিজের শেষ কথাগুলো।

দিনের শেষে একজন সামান্য মানুষ তিনি। তাই শেষবেলাও যেন সেই সামান্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। তাই হয়েছিল। গভীর রাতে, সবার অলক্ষ্যে সিরিটির শ্মশানে জ্বলে ওঠেন তিনি, শেষবারের মতো। শ্মশানের কর্মীটি জিজ্ঞেসও করেন, ‘ইনি কি সেই শম্ভু মিত্র?’ উত্তর পাননি তিনি। এটাই তো চেয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে তখন তিনি অনেক দূরে ২৫ বছর পর বাবার দেখানো পথেই বিদায় নিলেন মেয়ে।

প্রয়াত ওয়াসিম কাপুর

২৪ জানুয়ারি ২০২২ সকালে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭১ বছরে প্রয়াত হলেন বিখ্যাত শিল্পী ওয়াসিম কাপুর। ওয়াসিম কাপুরের জন্ম লখনৌতে। কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে তাঁর কর্মভূমি কলকাতায় হয়ে ওঠে। তাঁর আচমকা মৃত্যুতে স্তব্ধ হল তাঁর ক্যানভাস আর কিছুটা বর্ণহীন হল কলকাতা। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র চিত্রজগৎ শোকস্তব্ধ।

SARBABHARATIYA SHILPAKALA PARISHAD
S.S.P.
Regd. State Government

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।
সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com